দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11-DEC. 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ..১৮.. কলাম ..৭......

'ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনার সহিত মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকরা জড়িত নয়'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতা ॥ গত সোম ও মঙ্গলবার এখানে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনার সহিত জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা জড়িত ও দায়ী নয়। গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় নাগরিক কমিটি এক সাংবাদিক সম্মেলনে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এই কথা বলিয়াছে। সম্মেলনে উক্ত ঘটনার জন্য তাহার এডাব চেয়ারম্যান ডঃ কাজী ফারুককে দায়ী করিয়া বলেন, ডঃ কাজী ফারুক প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া শহরে মিছিল করেন এবং আলেম সমাজের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক শ্লোগান দিয়া পরিবেশকে উত্তপ্ত করেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আলেম সমাজ ফতোয়াবাজ নয়। ইসলামী শরিয়ত ও রীতিনীতির কথা বলিলেই ফতোয়াবাজ হয় না। এনজিও-রাই বরং এদেশে সেবার নামে বিভিন্ন 'ফতোয়া জারি করিতেছে। সম্মেলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনার ঘৃণা জানাইয়া দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবী জানান হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন সংবাদপত্রে অতিরঞ্জিত, বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত করিয়া সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুফতি মুহাম্মদ নূরুল্লাহ লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার সদর হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, নাগরিক কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আহাম্মদ, মাওলানা রহমত উল্লাহ।

এদিকে গতকাল (বৃহস্পতিবার) দুপুরে সাংবাদিকদের সহিত মতবিনিময়কালে জেলা প্রশাসক এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কোন অবনতি হয় নাই। পরিস্থিতি প্রশাসনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। তিনি গত সোমবারের ঘটনার জন্য এডাবের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী ফারুকের বাড়াবাড়িকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ৫ দিনব্যাপী উন্নয়ন সমাবেশ ও উৎসব করার যে আবেদন করিয়াছিল, তাহাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বিজয় মেলার কোন কথা উল্লেখ করে নাই।